ভোরের কাগজ

37

তারিখ ... 10 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৭ ...

সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের ঘটনাটা কী?

পিনাকী রায় : সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রীকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে সুযোগ না দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। স্কুল গেটে পুলিশ প্রহরায় বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছাত্রীদের অভিভাবক ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ঘটনা সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন।

স্কুলের বেশ ক'জন এসএসসি পরীক্ষার্থিনী ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, এ বছর বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য শাখায় ১৩৭ জন ছাত্রী এসএসসি টেস্ট পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরীক্ষার ৪ দিন পর তার মধ্যে থেকে মাত্র ৪১ জনকে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সুযোগ দেওয়া হবে বলে নোটিশ দিয়ে জানানো হয়। কোনো ছাত্রীকে পরীক্ষার ফলাফল জানানো হয়নি। যারা ফরম পূরণ করার সুযোগ পেয়েছে তাদের মধ্যে মাজেদা কাইয়ুম নামে একজন ছাত্রী মাত্র ৪টি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। সোনিয়া আক্তার নামে আর একজন ছাত্রী এক বিষয়ে ৮ নম্বরের উত্তর দিয়েও পাস করে ফরম পূরণের সুযোগ পেয়েছে। সুযোগ প্রাপ্তদের প্রায় সকলে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে প্রাইভেট পড়তো বলেও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া অভিভাবকরা জানিয়েছে, তারা ছাত্রীদের টেস্ট পরীক্ষার খাতা দেখতে চাইলে স্কুলের শিক্ষিকারা রাজি হননি। ছাত্রীদের অভিযোগে আরও জানা যায়, বাণিজ্যের শিক্ষক পরীক্ষার হলেই ৫ জনকে টেস্ট পরীক্ষায় পাস করানো হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

এ ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সাবেরা বেগমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, যারা পরীক্ষায় ফেল করেছে তাদের ফরম পূরণের সুযোগ দেওয়া হয়নি। যারা সুযোগ পেয়েছে তাদের দুএকজনকে দুএক নম্বর বোর্ডের নিয়মানুযায়ী গ্রেস দেওয়া হয়েছে। মাজেদার ব্যাপারে তিনি বলেন, মেয়েটি অসুস্থ ছিল তাই সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারেনি। তবে যে চারটি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছে সেগুলোয় পাস করেছে। তিনি বলেন, পুলিশের ওসি, এসবি, ডিবির সামনে অভিভাবকদের কাছে ছাত্রীদের নম্বর পড়ে শোনানো হয়েছে। এমনকি সবাইকে এক বিষয়ে পাঁচ নম্বর গ্রেস দেওয়ারও সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু অভিভাবকরা সবাইকে পাস করিয়ে দেওয়ার অন্যায্য দাবি করেছে বলে তিনি জানান। কিন্তু অভিভাবক বহিরাগত যুবকদের নিয়ে গত রোববার স্কুলে হামলা ও তার নামে অশালীন ভাষায় স্লোগান দিয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

উল্লেখ্য, প্রধান শিক্ষিকা আজ স্কুলের সভাপতি ঢাকা ডিসি মোবারক হোসেনের সঙ্গে বৈঠক করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন। এ স্কুল থেকে ১৯৯৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ১০৮ জন ছাত্রী অংশ নিয়ে ৬৬ জন পাস করেছিল।